[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

লালনের দর্শনে দেহতত্ত্ব, রসতত্ত্ব ও ভাবতত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান

বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ফরহাদ মঝহার বলেছেন, লালনের দর্শনে দেহতত্ত্ব, রসতত্ত্ব ও ভাবতত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তিনি বলেন, “আমরা রস উপলব্ধি করি। রস মানে ভালোবাসা। আমরা আজ সাধুভক্তরা এখানে এসেছি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে। পরস্পরের সঙ্গে জানাশোনা, মিলন—এসবই রসের প্রকাশ।”

সোমবার বিকেলে কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার ছেঁউড়িয়ায় বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহের স্মরণোৎসব ও দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সাধুসঙ্গের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, লালনের দর্শনে দেহতত্ত্ব, রসতত্ত্ব ও ভাবতত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তিনি মানুষকেই সর্বোচ্চ সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। জাত-পাত, বর্ণভেদ ও ধর্মীয় বিভাজনের ঊর্ধ্বে উঠে মানবিক মিলনের যে দর্শন তিনি দিয়েছেন, দোল উৎসব সেই চর্চারই এক জীবন্ত উদাহরণ।

দোল পূর্ণিমা ও সাধুসঙ্গের ঐতিহ্য উল্লেখ করে ফরহাদ মঝহার বলেন, লালনের জীবদ্দশায় দোল পূর্ণিমার রাতে সাধুসঙ্গ আয়োজনের রীতি ছিল। সেই ধারাবাহিকতায় প্রতিবছর ছেঁউড়িয়ায় এই দোল উৎসব পালিত হয়। দেশ-বিদেশ থেকে বাউল, ফকির, গবেষক ও দর্শনার্থীরা এখানে সমবেত হন। আখড়াবাড়ি প্রাঙ্গণে চলে লালনগীতি পরিবেশন, দর্শনচর্চা ও সারারাতব্যাপী সাধুসঙ্গ।

ফরহাদ মঝহার স্মৃতিচারণ করে বলেন, “আমি ছাত্র থাকাকালে এখানে আসতাম। তখন কুপি জ্বালিয়ে বাঁশবাগানে সাধুসঙ্গ হতো। এখন অনেকেই আর নেই।” তিনি দোল উৎসবের গুরুত্ব তুলে ধরে সকলকে বিনয়ী থাকার আহ্বান জানান এবং উল্লেখ করেন, নারীদের মধ্যে এই বিনয়ের চর্চা বেশি দেখা যায়।

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক ও লালন একাডেমির সভাপতি মো. ইকবাল হোসেনের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য

রাখেন পুলিশ সুপার জসিম উদ্দিন।

অনু্ষ্ঠানে মূখ্য আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. রশিদুজ্জামান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মীর তনিমা।

জানা গেছে, মরমি সাধক লালন শাহ তার জীবদ্দশায় দোল পূর্ণিমার রাতে শিষ্যদের নিয়ে রাতে কালীগঙ্গার ধারে সাধুসংঘে বসতেন। তারই ধারাবাহিকতায় লালন শাহের তিরোধানের পরও প্রতিবছর ফাল্গুন মাসের শেষদিকে লালনের আখড়াবাড়িতে দোলপূর্ণিমা বা স্মরণোৎসব উদযাপন হয়।

সেই ধারাবাহিকতায় দোলপূর্ণিমা তিথিতে প্রতিবছর ছেঁউড়িয়ায় আখড়াবাড়িতে তিন দিনব্যাপী সাড়ম্বরে উদযাপিত হয় ফকির লালন শাহ স্মরণোৎসব। সাধু-গুরু, লালনভক্তদের সরব উপস্থিতি, গান ও গ্রামীণ মেলায় জমজমাট হয়ে ওঠে আখড়াবাড়ি প্রাঙ্গণ। এবার রমজানের কারণে একদিনই উদযাপিত হয় স্মরণোৎসব। ছিল না সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মেলা।

এদিকে এই উৎসব উপলক্ষে কয়েক দিন আগে থেকেই আখড়াবাড়িতে আসতে শুরু করেছেন লালনভক্ত বাউল ফকিররা। কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে লালনের গান। দলে দলে বিভক্ত হয়ে বাদ্যযন্ত্রের তালে গান পরিবেশন করছেন তারা। তবে এবার আখড়াবাড়িতে ভক্তদের উপচেপড়া ভিড় নেই। আখড়াবাড়ির প্রবেশপথের দেওয়াল ঘেরা বিকেলে সরেজমিন এমর দৃশ্য দেখা যায়।

লালনের অনুষ্ঠানে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় গাংনীর মোমিনুল নিহত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রাধাগোবিন্দপুর ধলা গ্রামের মোমিনুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি কুষ্টিয়ায় লালন শাহের অনুষ্ঠানে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় নিহত হয়েছেন।

গতকাল শুক্রবার দিবাগত মধ্যরাতে কুষ্টিয়ায় লালন শাহের মাজারের

সন্নিকটে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মোমিনুল ইসলাম রাধাগোবিন্দপুর ধলা গ্রামের লিয়াকত আলির ছেলে।

মোমিনুল ইসলামের স্ত্রী রূপা খাতুন জানান, গতকাল শুক্রবার বিকেলে গ্রামের বেশ কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে লালনের তিরোধান অনুষ্ঠানে যায় মোমিনুল। অনেক ঘোরাঘুরি করে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়লে ট্রেনলাইনের পাশে অবস্থান নেয়। এ সময় একটি ট্রেন চলে আসলে মোমিনুল ও তার বন্ধুরা দ্রুত সরে আসতে গিয়ে ট্রেনের সাথে ধাক্কা লেগে মোমিনুলের মাথায় আঘাত লাগে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় মোমিনুলের।

কুষ্টিয়া থানা পুলিশ মোমিনুলের মরদেহ উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। সেখান থেকে আইনগত প্রক্রিয়া শেষে স্বজনদের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হয় এবং তা গ্রামের বাড়িতে নিয়ে আসা হয়।

মোমিনুলের মৃত্যুর খবর জানার পর থেকে পরিবারে চলছে শোকের মাতম।

মোমিনুলের মা মেমিনা খাতুন জানান, আমার ছেলে মোমিনুল কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে লালনের মাজারে অনুষ্ঠানে যাবার কথা বলে শুক্রবার বিকেল তিনটার দিকে বাড়ি থেকে বের হয়। মধ্যরাতে মোবাইলে জানতে পারি, আমার ছেলে ট্রেনের ধাক্কায় মারা গেছে।

মোমিনুল এক সন্তানের জনক। তার খালা নূরনিহার জানান, খুবই দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে সংসার চালাতো। তার একটি শিশু সন্তান রয়েছে।

মোমিনুলের মরদেহ বাড়িতে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে লাশ দেখতে ভিড় করেন শত শত মানুষ।

হরিণাকুণ্ডু সরকারি লালন শাহ

কলেজে পিঠা উৎসব

লোকজ ঐতিহ্য এবং নারীদের শিল্প নৈপুণ্যের ধারক ও বাহক রূপেও পিঠা বিবেচিত হয়ে থাকে। বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে আছে এই পিঠা উৎসব। প্রতি বছর শীতে এলেই গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে শুরু হয় পিঠা পুলির উৎসব।

গ্রামীণ ঐতিহ্য ও নতুন প্রজন্মের কাছে হরেক রকমের পিঠার পরিচয় তুলে ধরতে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু সরকারি লালন শাহ কলেজের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো পিঠা উৎসব।

বৃহস্পতিবার (২০ ফেব্রুয়ারি) সকাল থেকে শুরু হয়ে দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত এ উৎসবে শিক্ষার্থীরা ১৩টি স্টল সাজিয়ে গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী হরেক রকমের বাহারী ও মুখরোচক পিঠার আয়োজন করে।

ভোজন রসিকরাও পিঠা খেয়ে প্রশংসা করেছেন। আর আয়োজকরা বলছেন প্রতি বছরই এমন আয়োজন থাকবে নতুন প্রজন্মের কাছে পিঠা পুলির পরিচিতি তুলে ধরার জন্য।

এছাড়া সপ্তাহ ব্যাপি বার্ষিক ক্রীড়া, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সমাপনী দিনে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

বার্ষিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতার আহবায়ক আশিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শরিফুজ্জামান শেখর, বিশেষ অতিথি হিসেবে ক্রীড়া প্রতিযোগীতার আহবায়ক মহব্বত আলী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান নজরুল ইসলাম, ইসলামের ইতিহাস বিভাগের বিভাগীয় প্রধান মোঃ আব্দুর রাকিব উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া কলেজের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত থেকে আনন্দ উপভোগ করেণ।

[redacted]

[redacted]

সহযোগিতায় লালন একাডেমি এ অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে।

কুষ্টিয়ার ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক মোছা. শারমিন আখতারের সভাপতিত্বে অতিথির বক্তব্য রাখেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব সাঈদ মাহমুদ বেলাল হায়দার,কুষ্টিয়া পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান,বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমী, জেলা বিএনপির আহবায়ক কুতুবউদ্দিন, সদস্য সচিব প্রকৌশলী জাকির হোসেন সরকার, কুষ্টিয়া প্রেসক্লাবের সভাপতি আল মামুন সাগর, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা সমন্বয়ক আলমাস, সুইট প্রমুখ
স্বাগত বক্তব্য রাখেন কুমারখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম মিকাইল ইসলাম।

শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন লালন একাডেমির খাদেম মহম্মদ আলী।

আলোচনা সভা শেষে বাউল ও লালন একাডেমির শিল্পীরা সেখানে লালনের গান পরিবেশন করেন।

দর্শনায় মৌচাক সমাজ উন্নয়ন সংস্থার উদ্দ্যেগে ছাগল পালনে প্রশিক্ষণ ও ছাগল বিতরন

দর্শনায় মৌচাক সমাজ উন্নয়ন সংস্থার উদ্দ্যেগে দিন ব্যাপী ছাগল লালন-পালন ও রোগ প্রতিরোধ বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্টিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টার দিকে দর্শনা পৌর এলাকার রামনগরে অবস্থিত মৌচাক সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নিজ কার্যালয়ে দিন ব্যাপী ছাগল লালন-পালন ও রোগ প্রতিরোধ বিষয়ে প্রতিবন্ধি অভিভাগকদের প্রশিক্ষণ ও ছাগল বিতরন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মৌচাক সমাজ উন্নয়ন সংস্থার আয়োজনে ছাগল লালন-পালন ও রোগ প্রতিরোধ বিষয়ে প্রশিক্ষন অনুষ্ঠানে সংস্থার ম্যানেজার মকবুল

হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা প্রাণী সম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন।

প্রশিক্ষণ শেষে বাংলাদেশ এন,জি,ও ফাউন্ডেশনের সহায়তায় মৌচাক সমাজ উন্নয়ন সংস্থার উদ্দ্যগে দর্শনা থানাধীন এলাকার ৯টি গ্রামের ১৬ জন বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধি অভিভাবকদের মধ্যে প্রত্যকের ২টি করে মোট ৩২টি বিনা মূল্যে ছাগল প্রদান করা হয়।

এ সময় প্রতিবন্ধি ভুক্তভোগীদের মাজে ২টি করে ছাগল বিতরন করে। এরা হলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা পৌর এলাকার জয়নগর গ্রামের সুমন মিয়া, মিতু খাতুন, শ্যামপুরের মরিয়ম খাতুন, পরাণপুরের পিপিলা খাতুন, মোবারকপাড়ার সাগর মিয়া, রামনগরের শারেজান বিবি, তারিক আজিজ, রবিউল ইসলাম, করিমপুরের কবিউল ইসলাম, রুদ্রনগরের আহসান হাবিব, শামসুল আলম, উপজেলার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়ার জিহাদ হোসেন, মদনা গ্রামের সাফিয়া মাহজাবিন, রহমতুল্লা, বারাদী গ্রামের শফিকুল ইসলাম, উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের কুড়ুলগাছি গ্রামের ফাতেমা খাতুন।

কুষ্টিয়ায় বাউল সম্রাট লালন সাঁইজীর মাজারে সিন্দুক ভেঙে টাকা চুরি

কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়ায় মরমী সাধক বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহের মাজারের তিনটি সিন্দুক ভেঙে চুরির ঘটনা ঘটেছে।

ধারণামতে গত ১৪ তারিখ রাতে ঝড়ের সময় বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ থাকা অবস্থায় মাজারের ছাদের কারনিশ দিয়ে প্রবেশের মাধ্যমে এই চুরির ঘটনা ঘটে। এঘটনায় মাজারের দায়িত্বরত খাদেম আজ সকালে মাজারের মূল দরজা খুললে তিনটি সিন্দুক ও সিসি ক্যামেরা ভাঙা অবস্থায় দেখতে পায়।

লালন শাহ’র মাজারের মত দর্শনীয় স্থানে চুরির ঘটনায় মাজারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। মাজারের খাদেম রিপন জানান, সকালে লালন মাজারের দরজা খুলে সিন্দুকগুলোর তালা ভাঙা দেখতে পান তিনি। তিনটি সিন্দুকেরই তালা ভাঙ্গা। যেখান থেকে সব টাকা চুরি হয়ে গেছে। লালন মাজারের ভেতরে বাউল সম্রাটের সমাধীঘেঁষে দানবাক্স হিসেবে ওই সিন্দুকগুলো রাখা আছে।

এবিষয়ে স্থানীয়রা বলেন, নাইট গার্ড, খাদেম ও এতো সিসি ক্যামেরাযুক্ত স্থানে অভ্যন্তরীন কেউ জড়িত না থাকলে কিভাবে এমন চুরির ঘটনা ঘটতে পারে তা আমাদের বোধগম্য নয়! তাই অধিকতর তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের আইনের আওতায় এনে শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

তাৎক্ষনিক খবর পেয়ে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক ও লালন একাডেমির সভাপতি আসলাম হোসেন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

এ সময় তিনি বলেন, লালন সাইজীর মাজার শুধু কুষ্টিয়ার নয় সারা বিশ্বের কাছে দর্শনীয় স্থান। এখানে এধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা কাম্য নয়। লালন মাজারে সার্বক্ষনিক পর্যাপ্ত সিসি ক্যামেরা চালু রয়েছে। সিসি টিভির ফুটেজ দেখা হচ্ছে। এই ঘটনায় আমরা তদন্তের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

এসময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকসহ র্যাব ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে দর্শনার্থীরা এখানে টাকা দান করেন।
তবে এতে কি পরিমান টাকা ছিল তা কেউ জানে না। প্রতিবছর লালন স্বরণোৎসবের আগে এটি খোলা হয়। তারপর আবার জেলা প্রশাসন থেকে এটি সিলগালা করে দেওয়া হয়। চুরির বিষয়ে লালন ভক্তরা ক্ষোভ প্রকাশ করে দোষীদের আইনের আওতায় আনার দাবী করেছেন।

বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহ

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] –[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোস্তাফিজুর রহমান, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী রবিউল ইসলাম, জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি এ্যাড. অনুপ কুমার নন্দী, কুষ্টিয়া কোর্টের জিপি আখতারুজ্জামান মাসুম, কুষ্টিয়া সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি রাশেদুল ইসলাম বিপ্লব।

আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে আলোচনা করেন কুষ্টিয়ার ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ উপাচার্য প্রফেসর ড. শাহিনুর রহমান।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ওবায়দুর রহমান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ও লালন একাডেমির সভাপতি মো: আসলাম হোসেন।

মূল মঞ্চে আলোচনা সভা শেষে শুরু হয় বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহর আধ্যাত্মিক গানের আসর।

যেখানে দেশ বরেণ্য লালন শিল্পী ও লালন একাডেমির শিল্পীরা লালন সংগীত পরিবেশন করেন।

মেপ্র/আরপি